বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২১ (খসড়া)

খসড়াটি যে পর্যায়ে আছে: মন্ত্রিসভা-বৈঠকে নীতিগতভাবে অনুমোদিত। খসড়া আইনটির উপর ভেটিং গ্রহনের জন্য লেজিসলেটিভ ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ে প্রেরিত।

আইন অধিশাখা
শিল্প মন্ত্রণালয়

বিল নং ,...../ ২০২১

The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) রহিতক্রমে উহা পুনঃপ্রণয়নের উদ্দেশ্যে আনীত বিল

যেহেতু The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) যুগোপযোগী করিয়া পুনঃপ্রণয়ন করা আবশ্যক; এবং যেহেতু দেশের কর্মসংস্থান ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রহিয়াছে এবং যেহেতু বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর কাজের পরিধি ও কার্যাবলি নতুনভাবে বিন্যাস করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেইহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল-

প্রথম অধ্যায়

প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।-(১) এই আইন বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন আইন, ২০২১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। সংজ্ঞা।-বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোনো কিছু না থাকিলে, এই আইনে-

(ক) 'অতি ক্ষুদ্র (Micro) শিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে অতি ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(খ) 'অনুদান' অর্থ সরকার বা স্থানীয় বা বৈদেশিক দাতা সংস্থা হইতে প্রাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও মঞ্জুরি, যাহা কর্পোরেশন (Corporation) কর্তৃক ফেরতযোগ্য নহে;

(গ) 'ওয়ান স্টপ সার্ভিস' অর্থ ওয়ান স্টপ সার্ভিস আইন, ২০১৮ (২০১৮ সনের ১০ নং আইন) এর অধীন ওয়ান স্টপ সার্ভিস কর্তৃপক্ষ কর্তৃক উক্ত আইনের তপশিল-খ তে বর্ণিত কোনো সেবা প্রদানের প্রক্রিয়া;

(ঘ) 'ঋণ' অর্থ দাতা ও গ্রহীতার মধ্যে কোনো নীতিমালা বা কোনো চুক্তির আওতায় আর্থিক বা মূল্যবান কোনো বস্তু বিনিময়, যাহা নির্দিষ্ট মেয়াদের পর গ্রহীতা কর্তৃক দাতাকে সুদ-আসলে ফেরত প্রদানযোগ্য;

(ঙ) 'ঋণ গ্রহীতা' অর্থ এই আইনের অধীন কর্পোরেশনের নিকট হইতে ঋণ গ্রহণ করিয়াছে এইরূপ যে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ অথবা ব্যক্তি-শ্রেণি, একত্রীভূত (incorporated) হউক বা না হউক এবং অনুরূপ ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের উত্তরাধিকারী বা প্রতিনিধি (assignee);

(চ) 'কুটির শিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে কুটির শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ছ) 'কর্পোরেশন (Corporation)' অর্থ এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন';

(জ) 'ক্ষুদ্র শিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে ক্ষুদ্র শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

(ঝ) 'চেয়ারম্যান' অর্থ কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদ (Board) এর চেয়ারম্যান;

(ঞ) 'ডেভেলপার' অর্থ এইরূপ কোনো ব্যক্তি যিনি শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী স্থাপনের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশন (Corporation) এর সহিত অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে চুক্তির মাধ্যমে শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ, রক্ষণাবেক্ষণ ও ব্যবস্থাপনার দায়িত্বপ্রাপ্ত;

(ট) 'জাতীয় শিল্পনীতি' অর্থ সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে ঘোষিত শিল্পনীতি;

(ঠ) 'নির্ধারিত' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধিমালা বা প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত;

(ড) 'পরিচালক' অর্থ কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদ (Board) এর কোনো পরিচালক;

(ঢ) 'পর্ষদ (Board)' অর্থ কর্পোরেশন এর পরিচালনা পর্ষদ (Board);

(ণ) 'পোষক কর্তৃপক্ষ (Sponsoring Authority)' অর্থ 'বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন';

(ত) 'প্রবিধান' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত প্রবিধান;

(থ) 'বিধি' অর্থ এই আইনের অধীন প্রণীত বিধি;

(দ) 'বিনিয়োগ' অর্থ অভ্যন্তরীণ, যৌথ, বৈদেশিক ও পাবলিক প্রাইভেট পার্টনারশিপ (পিপিপি) এর মাধ্যমে বিনিয়োগ;

(ধ) 'ব্যক্তি' অর্থ স্বাভাবিক ব্যক্তিসহ নিবন্ধিত বা অনিবন্ধিত যে-কোনো কোম্পানি, ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান কিংবা একাধিক ব্যক্তির সমন্বয়ে গঠিত কোনো সমিতি বা সংঘ;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব (আইন)

(ন) 'বৃহৎ শিল্প' অর্থ জাতীয় শিল্পনীতিতে বৃহৎ শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;
(প) 'মাঝারি শিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে মাঝারি শিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;
(ফ) 'শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী' অর্থ বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এর অধীন শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী;
(ব) 'সমিতি' অর্থ The Voluntary Social Welfare Agencies (Registration and Control) Ordinance, 1961 (Ordinance No. XLVI of 1961) অথবা সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (২০০১ সনের ৪৭ নং আইন) এর সংজ্ঞার্থ অনুযায়ী কোনো সমিতি;
(ভ) 'সহযোগী প্রতিষ্ঠান' অর্থ ধারা ৫৯-এ উল্লিখিত কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি; এবং
(ম) 'হস্ত ও কারুশিল্প' অর্থ বিদ্যমান জাতীয় শিল্পনীতিতে হস্ত ও কারুশিল্প হিসাবে সংজ্ঞায়িত শিল্প প্রতিষ্ঠান;

৩। **আইনের প্রাধান্য।**- এই আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলি প্রাধান্য পাইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা, ব্যবস্থাপনা ও সংগঠন

৪। **কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠা।**-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act No. XVII of 1957) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশন এমনভাবে বহাল থাকিবে যেন উহা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।
(২) এই কর্পোরেশন একটি সংবিধিবদ্ধ সংস্থা হইবে, যাহার স্থায়ী ধারাবাহিকতা ও একটি সাধারণ সিলমোহর থাকিবে এবং এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, ইহার স্থাবর ও অস্থাবর উভয় প্রকার সম্পত্তি অর্জন করিবার, অধিকারে রাখিবার ও হস্তান্তর করিবার ক্ষমতা থাকিবে, এবং উহা স্বীয় নামে মামলা দায়ের করিতে পারিবে এবং উহার বিরুদ্ধেও মামলা দায়ের করা যাইবে।

৫। **অনুমোদিত মূলধন।**-(১) কর্পোরেশনের অনুমোদিত মূলধন প্রথম পর্যায়ে তিন হাজার কোটি টাকা হইবে, যাহা কর্পোরেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী সরকার কর্তৃক প্রদত্ত হইবে।
(২) কর্পোরেশন, সময়ে সময়ে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, অনুমোদিত মূলধন বৃদ্ধি করিতে পারিবে।
(৩) সরকার কর্পোরেশনের অংশীদার হইবে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক যে কোনো সময়ে ইস্যুকৃত শেয়ারের অন্যূন শতকরা একান্ন ভাগ ধারণ করিবে; অবশিষ্ট শেয়ার জনসাধারণের ক্রয়ের সুযোগ থাকিবে।

৬। **সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা।**-(১) কর্পোরেশন শেয়ারের উপর প্রদত্ত চাঁদা এবং উহার বাৎসরিক লভ্যাংশের ন্যূনতম পরিমাণ সম্পর্কে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে এবং কর্পোরেশন যে-কোনো শেয়ার ইস্যুর পূর্বে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, সরকার প্রতিটি শেয়ারের উপর প্রদেয় লভ্যাংশের ন্যূনতম হার নির্ধারণ করিবে এবং কর্পোরেশন বাৎসরিক ও নিয়মিতভাবে অংশীদারগণকে লভ্যাংশ প্রদান করিবে যাহা সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের কম হইবে না এবং যদি কোনো সময় কর্পোরেশন বিলুপ্ত হয়, তাহা হইলে অংশীদারগণকে প্রতিটি শেয়ারের পরিশোধিত ন্যূনতম ক্রয়মূল্য (subscription) পরিশোধ করিতে হইবে।
(২) The Trust Act, 1882 (Act No. II of 1882) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশনের শেয়ার ও ডিবেঞ্চার 'অনুমোদিত জামানত' বলিয়া গণ্য হইবে।

৭। **কর্পোরেশনের কার্যালয়।**-(১) ঢাকায় কর্পোরেশনের প্রধান কার্যালয় থাকিবে।
(২) কর্পোরেশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, বাংলাদেশের যে-কোনো স্থানে উহার শাখা কার্যালয় স্থাপন করিতে পারিবে।

৮। **পরিচালনা ও প্রশাসন।**-(১) কর্পোরেশনের পরিচালনা ও প্রশাসন পরিচালনা পর্ষদের উপর ন্যস্ত থাকিবে।
(২) পর্ষদ বাণিজ্যিক ও অবাণিজ্যিক উভয় বিবেচনায় কর্পোরেশন এর যাবতীয় কার্যাবলি সম্পাদন করিবে।

৯। **পরিচালনা পর্ষদ।**-(১) কর্পোরেশন একটি পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা পরিচালিত হইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

(২) নিম্নবর্ণিত সদস্যগণের সমন্বয়ে পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে, যথা:-
(ক) কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান হইবেন;
(খ) কর্পোরেশনে নিয়োজিত সকল পরিচালক পদাধিকারবলে পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হইবেন:
(গ) পরিচালনা পর্ষদে শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় ও অর্থবিভাগ কর্তৃক মনোনীত অন্যূন যুগ্মসচিব পর্যায়ের একজন করিয়া কর্মকর্তা সদস্য হিসাবে থাকিবেন;
(ঘ) শিল্প ও বাণিজ্যে পর্যাপ্ত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন বেসরকারি ব্যক্তিদের মধ্য হইতে শিল্প মন্ত্রণালয় কর্তৃক মনোনীত একজন ব্যক্তি পরিচালনা পর্ষদের সদস্য হইবেন।
(৩) পর্ষদ সদস্যগণ নিয়োগের শর্ত ও পদ্ধতিতে তাহাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করিবেন।

১০। **চেয়ারম্যান ও পরিচালক নিয়োগ।**-(১) সরকার কর্পোরেশন এর চেয়ারম্যান নিয়োগ করিবেন, যিনি সরকারের অন্যূন অতিরিক্ত সচিব হইবেন।
(২) চেয়ারম্যান কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী হইবেন।
(৩) কর্পোরেশনে মোট ১০ (দশ) জন পরিচালক থাকিবেনঃ
তবে শর্ত থাকে যে, সরকারের অনুমোদনক্রমে সাংগঠনিক কাঠামোতে অন্তর্ভুক্তি সাপেক্ষে পরিচালকগণের সংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি করা যাইবে।
(৪) কর্পোরেশনের ৯ (নয়) জন পরিচালক সরকার কর্তৃক নিযুক্ত হইবেন এবং ১ (এক) জন পরিচালক কর্পোরেশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে পদোন্নতির মাধ্যমে নিযুক্ত হইবেন। পদোন্নতির যোগ্যতা ও শর্তাদি এতৎসংক্রান্ত চাকরি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্দিষ্টকৃত হইবেঃ
তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশনের নিজস্ব কর্মকর্তাগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত/যোগ্যতাসম্পন্ন কর্মকর্তা পাওয়া না গেলে সরকার কর্তৃক উক্ত পদে প্রেষণে কর্মকর্তা নিয়োগ করা যাইবে।

১১। **চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের দায়িত্ব।**-চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণ আইন ও বিধি দ্বারা নির্ধারিত এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক, সময় সময়, অর্পিত ক্ষমতা প্রয়োগ, কার্য সম্পাদন ও দায়িত্ব পালন করিবেন।

১২। **চেয়ারম্যান ও পরিচালকগণের অযোগ্যতা ও অপসারণ।**-(১) কোন ব্যক্তি চেয়ারম্যান বা পরিচালক বা পর্ষদ সদস্য হইবেন না বা উক্ত পদে থাকিবেন না, যদি তিনি-
(ক) যে কোন সময় নৈতিক স্খলনের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত হন বা হইয়া থাকেন; বা
(খ) যে কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন বা হইয়া থাকেন; বা
(গ) উন্মাদ বা অপ্রকৃতিস্থ হন; বা
(ঘ) যে কোন সময় প্রজাতন্ত্রের চাকরিতে নিয়োগের অযোগ্য হন বা অযোগ্য হইয়া থাকেন, চাকরি হইতে বরখাস্ত হন; বা
(ঙ) অপ্রাপ্ত বয়স্ক হন।
(২) সরকার, লিখিত আদেশ দ্বারা, চেয়ারম্যান অথবা কোনো পরিচালক অথবা কোনো সদস্যকে পরিচালনা পর্ষদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে, যদি তিনি-
(ক) এই আইনের অধীন অর্পিত দায়িত্ব পালনে অস্বীকার করেন বা ব্যর্থ হন বা অসমর্থ হন; বা
(খ) সরকারের বিবেচনায় চেয়ারম্যান বা কোনো পরিচালক তাঁহার পদের অপব্যবহার করেন; বা
(গ) সরকারের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বা সহযোগীর মাধ্যমে কর্পোরেশনের পক্ষে কোনো চুক্তির বা চাকরির অংশীদারিত্ব বা স্বার্থ জ্ঞাতসারে অর্জন করেন বা উক্ত অর্জন দখলে রাখেন; বা
(ঘ) চেয়ারম্যানের ক্ষেত্রে, সরকারের অনুমোদন ব্যতীত, পর পর তিনটি পর্ষদ সভায় অনুপস্থিত থাকেন; বা
(ঙ) পরিচালক বা অন্যান্য সদস্যের ক্ষেত্রে, চেয়ারম্যানের অনুমোদন ব্যতীত, পর পর তিনটি পর্ষদ সভায় অনুপস্থিত থাকেন।

১৩। **পরিচালনা পর্ষদের সভা।**-(১) এই ধারার অন্যান্য বিধান সাপেক্ষে, পরিচালনা পর্ষদ উহার সভার কার্যপদ্ধতি নির্ধারণ করিতে পারিবে।
(২) পরিচালনা পর্ষদের সভা চেয়ারম্যানের সম্মতিক্রমে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(৩) চেয়ারম্যান পরিচালনা পর্ষদের সকল সভায় সভাপতিত্ব করিবেন, তবে তাহার অনুপস্থিতিতে তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো সদস্য সভাপতিত্ব করিবেন ।
(৪) সভাপতিসহ পরিচালনা পর্ষদের অন্যূন এক তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে সভার কোরাম হইবে, তবে মুলতুবি সভার ক্ষেত্রে কোরামের প্রয়োজন হইবে না ।
(৫) পরিচালনা পর্ষদের সভায় প্রত্যেক সদস্যের একটি করিয়া ভোট থাকিবে, তবে ভোটের সমতার ক্ষেত্রে, সভাপতিত্বকারী ব্যক্তির দ্বিতীয় অথবা নির্ণায়ক ভোট থাকিবে ।
(৬) প্রতি ক্যালেন্ডার বৎসরে ন্যূনপক্ষে দুইটি পরিচালনা পর্ষদ সভা অনুষ্ঠিত হইবে ।
(৭) কেবল কোনো সদস্য পদে শূন্যতা অথবা পরিচালনা পর্ষদ গঠনে ত্রুটি থাকিবার কারণে পরিচালনা পর্ষদের কার্য অথবা কার্যধারা অবৈধ হইবে না এবং তৎসম্পর্কে কোনো প্রশ্নও উত্থাপন করা যাইবে না।
(৮) কোনো পরিচালক বা সদস্যের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে ব্যক্তিগত স্বার্থ রহিয়াছে এইরূপ বিষয়ে তিনি ভোট প্রদান করিতে পারিবেন না।

১৪। **বার্ষিক সাধারণ সভা**।-(১) প্রতি বৎসর বাৎসরিক হিসাব সমাপ্ত হইবার পর দুই মাসের মধ্যে কর্পোরেশনের সাধারণ সভা (অতঃপর বাৎসরিক সাধারণ সভা বলিয়া উল্লিখিত) অনুষ্ঠিত হইবে এবং এইরূপ সাধারণ সভা পর্ষদ কর্তৃক অন্য যে-কোনো সময়ও আহ্বান করা যাইতে পারে ।
(২) বাৎসরিক সাধারণ সভায় উপস্থিত অংশীদারগণ (Shareholders) বাৎসরিক হিসাব, কর্পোরেশনের পরিচালনা পর্ষদ এর প্রতিবেদন, বাৎসরিক স্থিতিপত্র এবং হিসাবের উপর নিরীক্ষকগণের প্রতিবেদন আলোচনা করিতে পারিবেন এবং তাহাদের মতামত সিদ্ধান্ত আকারে প্রকাশ করিতে পারিবেন। কর্পোরেশন অনুরূপ মতামত বিবেচনা করিবে এবং উপযুক্ত মনে করিলে উহা কার্যকর করিবে।

১৫। **কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারী এবং সাংগঠনিক কাঠামো ইত্যাদি**।-(১) কর্পোরেশন উহার কার্যাবলি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের নিমিত্ত সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে অনুমোদিত সাংগঠনিক কাঠামো অনুযায়ী চাকরি প্রবিধানমালা অনুসরণপূর্বক প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ করিতে পারিবে ।
(২) কর্পোরেশনের কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের নিয়োগ ও চাকরির শর্তাবলি প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত হইবে ।

১৬। **গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, পরামর্শক, আইন উপদেষ্টা ও প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ**।-কর্পোরেশন উহার কর্মকাণ্ড দক্ষতার সহিত সম্পাদনের জন্য, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত শর্তসাপেক্ষে, গবেষক, প্রযুক্তিবিদ, পরামর্শক, উপদেষ্টা এবং মামলা পরিচালনা ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে আইনগত মতামত প্রদানের জন্য আইন উপদেষ্টা ও প্যানেলভুক্ত আইনজীবী নিয়োগ বা নিযুক্ত করিতে পারিবে ।

১৭। **কর্পোরেশনের অবসায়ন**।- কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এ উল্লিখিত অবসায়ন সংক্রান্ত সংশ্লিষ্ট বিধানাবলী কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না এবং সরকার কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতি ব্যতীত, কর্পোরেশনের অবসায়ন হইবে না।

তৃতীয় অধ্যায়
কর্পোরেশনের কার্যাবলি ও ক্ষমতা

১৮। **কর্পোরেশনের কার্যাবলি**।- কর্পোরেশন এই আইনের বিধানাবলী সাপেক্ষে, কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং হস্ত ও কারুশিল্প উন্নয়নে সেবামূলক, সহায়ক ও পোষক কর্তৃপক্ষ হিসাবে কার্যাবলি সম্পাদন করিবে। এতদ্ ব্যতীত কর্পোরেশন নিম্নরূপ কার্যাবলি সম্পাদন করিবে:
(ক) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে নতুন উদ্যোক্তা তৈরি, দক্ষ ব্যবস্থাপক ও কর্মী তৈরি ইত্যাদি কাজের জন্য প্রশিক্ষণ এবং সহজ শর্তে ঋণ বিতরণ কার্যক্রম গ্রহণ;
(খ) কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং হস্ত ও কারুশিল্পের নিবন্ধন;
(গ) কুটির, অতিক্ষুদ্র , ক্ষুদ্র এবং হস্ত ও কারুশিল্পের উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বৃহৎ ও মাঝারি শিল্পের সহিত উহাদের উপ-ঠিকাদারী (Sub-contracting) সম্পর্ক স্থাপন ও চুক্তিবদ্ধ হইতে সহায়তা প্রদান;
(ঘ) শিল্পনগরী, শিল্পপার্ক, একক খাত ভিত্তিক শিল্পপার্ক, হস্ত ও কারুশিল্প পল্লী এবং সেবা-শিল্প প্রতিষ্ঠা;
(ঙ) শিল্পনগরী ও শিল্পপার্কসমূহের ভূমি, ভবন বা ভবনের স্পেস বরাদ্দ বা ভাড়া বা ইজারা প্রদান;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

(চ) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে বৈদেশিক/দেশি বিনিয়োগ, বৈদেশিক ও দেশি যৌথ বিনিয়োগ এবং পাবলিক প্রাইভেট যৌথ উদ্যোগে বিনিয়োগ আকর্ষণ;

(ছ) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতে পণ্যের উৎপাদন বহমুখীকরণ ও দেশি/বিদেশি বাজার সম্প্রসারণের জন্য গবেষণা, নকশা উন্নয়ন কেন্দ্র এবং বিক্রয়ের লক্ষ্যে প্রদর্শনী/বিক্রয় কেন্দ্র স্থাপন;

(জ) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের পণ্য উৎপাদন, বিপণন, রপ্তানি, ব্যবসায়িক প্রতিবন্ধকতা দূরীকরণ এবং সহায়তা প্রদানের জন্য উপযুক্ত স্থানসমূহে সাধারণ সুবিধা কেন্দ্র (Common Facility Centre), বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান, যেমন-প্রযুক্তি উন্মেষ কেন্দ্র (Technology Incubation Centre), বা অনুরূপ প্রতিষ্ঠান স্থাপন;

(ঝ) কুটির, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প পণ্যের বাজার সম্প্রসারণের লক্ষ্যে দেশি/বিদেশি মেলার আয়োজন এবং দেশি/বিদেশি মেলায় উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের সুযোগ প্রদান;

(ঞ) আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা, বাংলাদেশ ব্যাংক, তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ এবং ঋণ প্রবিধানমালা বা এতৎসংক্রান্ত নীতিমালার আলোকে ঋণ প্রদান;

(ট) শিল্প স্থাপন বা পুনরুজ্জীবিতকরণ, ব্যবসায় রূপান্তর (ক্ষেত্রমতো) মূলধন সংগ্রহে আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তির লক্ষ্যে ব্যবসায় পরিকল্পনা, প্রকল্প প্রস্তাব, ঋণ সংক্রান্ত আবেদনপত্র ও এতৎসংক্রান্ত অন্যান্য দলিলাদি প্রণয়নে পরামর্শ প্রদানসহ প্রয়োজনীয় অন্যান্য সহায়তা প্রদান;

(ঠ) বাংলাদেশ ব্যাংক, তপশিলভুক্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক বা অন্য কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত যৌথভাবে বিনিয়োগ তপশিল প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন;

(ড) কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং কারু ও হস্ত শিল্প সম্পর্কিত উপাত্ত ভান্ডার (Data Bank) প্রতিষ্ঠা;

(ঢ) কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র ও মাঝারি এবং কারু ও হস্ত শিল্পের মেধাস্বত্ব সংরক্ষণে ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ণ) চাষী, উৎপাদক বা ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা কর্তৃক উৎপাদিত বিশেষ বা অনন্য প্রকৃতির পণ্য, যেমন-লবণ, মধু, নৃতাত্ত্বিক (indigenous) পণ্য, ইত্যাদি প্রসারে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান; এবং

(ত) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার কর্তৃক সময়ে সময়ে প্রদত্ত নির্দেশনা ও কার্যাবলি সম্পাদন।

চতুর্থ অধ্যায়
কর্পোরেশনের আর্থিক ব্যবস্থাপনা, নিরীক্ষা ও প্রতিবেদন, ইত্যাদি

১৯। তহবিল।- (১) কর্পোরেশনের নামে একটি তহবিল থাকিবে এবং উহাতে নিম্নবর্ণিত উৎস হইতে অর্থ জমা হইবে, যথা-

(ক) সরকার কর্তৃক প্রদত্ত আর্থিক অনুদান;

(খ) সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে কোনো বিদেশি সরকার অথবা দেশি বা বিদেশি ব্যক্তি বা উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা হইতে প্রাপ্ত অনুদান, তহবিল ও সাহায্য;

(গ) কোনো ব্যক্তি, সংস্থা বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রদত্ত অনুদান;

(ঘ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ঋণ;

(ঙ) কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত ফি;

(চ) কর্পোরেশনের সম্পদ বিক্রয় অথবা ভাড়া হইতে প্রাপ্ত অর্থ; এবং

(ছ) অন্য যে-কোনো বৈধ উৎস হইতে প্রাপ্ত অর্থ।

(২) তহবিলের অর্থ কর্পোরেশনের নামে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত কোনো তপশিলি ব্যাংকে জমা রাখিতে হইবে এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে উক্ত তহবিল পরিচালিত হইবে।

(৩) তহবিলের অর্থ হইতে সরকারি বিধি-বিধান অনুসরণক্রমে কর্পোরেশনের প্রয়োজনীয় ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে।

(৪) কর্পোরেশন উহার তহবিল নিরাপত্তা জামানত (securities) বা বিধিমালা দ্বারা নির্ধারিত অন্য কোনো পদ্ধতিতে বিনিয়োগ করিতে পারিবে।

২০। বাজেট।- কর্পোরেশন, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে, প্রতি অর্থ-বৎসরের সম্ভাব্য আয় ও ব্যয় এবং উক্ত অর্থ-বৎসরে, সরকারের নিকট হইতে কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন হইবে উহা উল্লেখ করিয়া একটি বাজেট বিবরণী সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

২১। সংরক্ষিত তহবিল গঠন ও মুনাফা বণ্টন।- কুঋণ ও সন্দেহঋণ, সম্পত্তির অবচয় এবং ব্যাংকের অন্য কোনো দেনা সংস্থানের পর কর্পোরেশন ইহার প্রকৃত (Net) বাৎসরিক মুনাফা হইতে সংরক্ষিত তহবিল গঠন করিবে এবং লভ্যাংশ ঘোষণা করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যতক্ষণ কর্পোরেশনের সংরক্ষিত তহবিল পরিশোধিত মূলধনের চাইতে কম হইবে এবং যতক্ষণ ধারা ৬ এর বিধান অনুসারে কোনো গ্যারান্টির আওতায় সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো অর্থ বা ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে প্রদত্ত কোনো গ্যারান্টি কর্পোরেশন কর্তৃক সম্পূর্ণরূপে সরকারকে পরিশোধ না করা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত উক্ত মুনাফার হার ধারা ৬ অনুসারে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হারের বেশি হইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত লভ্যাংশ প্রতি বৎসর ৫% এর অধিক হইবে না এবং যদি কোনো অর্থ বৎসরে সংরক্ষিত তহবিল কর্পোরেশনের শেয়ার মূলধনের সমান হয় এবং লভ্যাংশ ঘোষণার পর উদ্বৃত্ত থাকে, তাহা হইলে উক্ত উদ্বৃত্ত সরকারকে প্রদান করিতে হইবে।

২২। বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ গ্রহণ।- কর্পোরেশন কোনো ব্যক্তিকে বৈদেশিক মুদ্রায় ঋণ বা অনুদান মঞ্জুরের উদ্দেশ্যে সরকারের পূর্বানুমতিক্রমে কোনো আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থা অথবা অন্য কোনো উৎস হইতে অনুরূপ মুদ্রায় ঋণ ও অনুদান গ্রহণ করিতে পারিবে এবং উক্ত সংস্থা বা ঋণ দাতাকে বৈদেশিক মুদ্রায় মঞ্জুরিকৃত ঋণ এবং অনুদানের বিপরীতে কর্পোরেশন কর্তৃক গৃহীত সম্পূর্ণ বা আংশিক ঋণ জামানত হিসাবে পণ (pledged), বন্ধক (mortgaged), দায়বদ্ধকরণ (hypothecate) বা স্বত্বনিয়োগ (assigned) করিতে পারিবে।

২৩। ঋণের উপর সুদ।- কর্পোরেশন কর্তৃক প্রদত্ত ঋণের উপর আরোপিত সুদের হার, সময়ে সময়ে, সরকার কর্তৃক নির্ধারিত হইবে এবং প্রজ্ঞাপিত হইবে।

২৪। ঋণ গ্রহণের ক্ষমতা, ইত্যাদি।-(১) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উহার চলতি মূলধন (working capital) সংগ্রহের লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক অনুমোদিত সুদের হারে বন্ড ও ডিবেঞ্চার (Bond and debenture) ইস্যু করিতে পারিবে এবং বিক্রয় করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এইরূপ ইস্যুকৃত বন্ড ও ডিবেঞ্চার এর মাধ্যমে প্রাপ্ত বকেয়া ও জামানত এবং অবলিখন চুক্তির ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের অনাদায়ি ও সম্ভাব্য দায়ের পরিমাণ কখনও পাঁচশত কোটি টাকা অথবা সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত পরিমাণের অধিক হইবে না।

(২) কর্পোরেশনের বন্ড ও ডিবেঞ্চারের আসল এবং সুদ পরিশোধের ক্ষেত্রে বন্ড ও ডিবেঞ্চার ইস্যুর সময় সরকার কর্তৃক যেইরূপ নির্ধারিত হইয়াছিল সেইরূপ হারে সরকার কর্তৃক নিশ্চয়তা প্রদান করা হইবে।

(৩) কর্পোরেশন, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে ঋণ গ্রহণ করিতে পারিবে।

২৫। ঋণ বা চাঁদার জামানত।-কোনো ঋণ বা চাঁদা প্রদান করা যাইবে না, যদি না উহা স্থাবর বা অস্থাবর, কোনো সম্পত্তির পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ বা অনুরূপ সম্পত্তি স্বত্বনিয়োগ এবং উক্ত ঋণ বা চাঁদার বিপরীতে আনুপাতিক মূল্য দ্বারা পূর্ণ নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় :

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যক্তি পর্যায়ে এইরূপ ঋণ বা চাঁদা সর্বসাকুল্যে অনূর্ধ্ব দুই লক্ষ টাকা বা সময়ে সময়ে কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত হইলে উহা একজন জামিনদারসহ প্রতিজ্ঞাপত্র (Bond) দ্বারা সম্পাদিত হইবে।

২৬। সমুদয় অর্থ তাৎক্ষণিক পরিশোধের দাবি করিবার ক্ষমতা।-(১) চুক্তিতে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, যদি-

(ক) দেখা যায় যে, বিশেষ ক্ষেত্রে ঋণগ্রহীতা কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য ভুল বা বিভ্রান্তিকর; বা

(খ) ঋণগ্রহীতা কর্পোরেশনের সহিত সম্পাদিত ঋণচুক্তির কোনো শর্ত ভঙ্গ করিয়াছেন; বা

(গ) যে উদ্দেশ্যে ঋণ প্রদান করা হইয়াছিল তদ্‌ব্যতীত অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ঋণ বা উহার অংশবিশেষ ব্যবহৃত হইয়াছে; বা

(ঘ) যুক্তিসংগতভাবে প্রতীয়মান হয় যে, ঋণগ্রহীতা ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইবেন বা দেউলিয়া হইয়া যাইবেন (go into liquidation); বা

(ঙ) ঋণগ্রহীতা কর্পোরেশনের নিকট জামানত হিসাবে পণ, বন্ধক, দায়বদ্ধকরণ, স্বত্বনিয়োজিত সম্পত্তি যথাযথ অবস্থায় না রাখেন অথবা নির্ধারিত হারের চাইতে অধিক হারে বন্ধকি সম্পত্তি অবচয় ধরা হইয়া থাকে এবং ঋণগ্রহীতা কর্পোরেশনের সন্তুষ্টির জন্য অতিরিক্ত জামানত প্রদানে ব্যর্থ হন; বা

(চ) পর্ষদ এর অনুমতি ব্যতিরেকে, ঋণের জামানত হিসাবে বন্ধকি ঘর, ভূমি বা অন্য সম্পত্তি বিক্রয় করা হয় বা ঋণগ্রহীতার তত্ত্বাবধানে থাকে; বা

(ছ) পর্ষদ এর অনুমতি ব্যতিরেকে, কোনো যন্ত্রপাতি বা সরঞ্জাম প্রতিস্থাপন না করিয়া কারখানার যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম সরানো হয়; বা

(জ) কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে পর্ষদ প্রয়োজন মনে করে এইরূপ অন্য যে-কোনো কারণে; তাহা হইলে পর্ষদ, এতদুদ্দেশ্যে পর্ষদ কর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি, ঋণ বা উহার অধীন প্রদেয় সুদ সংক্রান্ত ঋণের অপরিশোধিত সম্পূর্ণ অর্থ অথবা যে কোনো অংশ পরিশোধ করিবার জন্য অথবা কর্পোরেশনের স্বার্থ রক্ষার্থে পর্ষদ কর্তৃক প্রয়োজনীয় নির্দেশনা পালনের জন্য ঋণগ্রহীতাকে নোটিশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) এইরূপ নোটিশে ঋণ পরিশোধের সময়সীমা বা প্রদত্ত নির্দেশনা পালনের নির্দিষ্ট সময়সীমা উল্লেখ থাকিবে এবং এই মর্মে আরও সতর্কতাসূচক বাণী থাকিবে যে, যদি ঋণগ্রহীতা দাবিকৃত ঋণ পরিশোধে ব্যর্থ হন অথবা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে পর্ষদের নির্দেশনা পালনে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পর্ষদ ঋণগ্রহীতাকে ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষণা করিয়া একটি সনদ প্রদান করিবে এবং উহা ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর আলোকে আদায়যোগ্য হইবে।

২৭। **আদায়যোগ্য অর্থের প্রত্যয়ন।**-(১) যদি ঋণগ্রহীতা, ধারা ২৬ এর অধীন নোটিশে উল্লিখিত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করিতে, অথবা দাবিকৃত দেনা পরিশোধে ব্যর্থ হন, তাহা হইলে পর্ষদ নির্ধারিত ফর্মে এবং পদ্ধতিতে ঋণ গ্রহীতাকে ঋণখেলাপি হিসাবে ঘোষণাপূর্বক এবং নির্দিষ্ট তারিখে বা তারিখের পর সুদসহ কর্পোরেশনকে প্রদেয় মোট অর্থের পরিমাণ এবং সুদের হার উল্লেখপূর্বক একটি সনদ জারি করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদত্ত সনদ এই মর্মে চূড়ান্ত সাক্ষ্য হইবে যে প্রত্যয়িত টাকা কর্পোরেশন কর্তৃক ঋণ গ্রহীতার নিকট হইতে আদায়যোগ্য ছিল এবং উক্ত অর্থ বকেয়া ভূমি রাজস্ব হিসাবে অথবা অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর আলোকে অবিলম্বে আদায়যোগ্য হইবে।

(৩) ঋণগ্রহীতা উপ-ধারা (১) এর অধীন প্রদানকৃত (issued) প্রত্যয়নপত্রের বিরুদ্ধে, সনদ জারির তারিখ হইতে ১৫ (পনেরো) দিনের মধ্যে সরকারের নিকট আপিল দায়ের করিতে পারিবে এবং সরকার জারিকৃত সনদ বহাল বা বাতিল বা সংশোধন করিতে পারিবে।

২৮। **কর্পোরেশনের দাবি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে বিশেষ বিধান।**-ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে জারিকৃত সনদে উল্লিখিত পরিমাণের বকেয়া বা ধারা ২৭ এর উপ-ধারা (৩) মোতাবেক আপিল অন্তে সরকার কর্তৃক সংশোধিত সনদে উল্লিখিত আদায়যোগ্য অর্থ, অর্থ ঋণ আদালত আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৮ নং আইন) এর অধীন সরকারি দাবি গণ্যে আদায়যোগ্য হইবে।

২৯। **কর প্রদান হইতে অব্যাহতি।**-আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কর্পোরেশনকে তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত কোনো ভূ-সম্পত্তির জন্য অথবা এই আইনের অধীন নিবন্ধিত যে কোনো কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এবং হস্ত ও কারুশিল্পকে আপাতত বলবৎ কোনো আইনের অধীন প্রদেয় কর, অভিকর (rate) বা টোল হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, কর্পোরেশন কর্তৃক এইরূপ অব্যাহতির প্রস্তাব পেশ না করা হইলে উহা মঞ্জুর করা হইবে না।

৩০। **আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি।**- কর্পোরেশন কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত এই মর্মে চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে যে, অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান, ঋণ প্রদানের ফলে সৃষ্ট ক্ষতি ও কুঋণ, যদি থাকে এবং ঋণের সুদ কর্পোরেশন ও অনুরূপ আর্থিক প্রতিষ্ঠান পারস্পরিক সমতার ভিত্তিতে আনুপাতিক হারে বহন করিবার শর্তসাপেক্ষে, শিল্পের উদ্যোক্তাদেরকে সরকার কর্তৃক এতদুদ্দেশ্যে প্রণীত নীতিমালা ও বিধি-বিধানের আলোকে ঋণ প্রদান করিতে পারিবে।

৩১। **ব্যবসায় সীমাবদ্ধতা।**-কর্পোরেশন -

(ক) এই আইন বা উহার অধীন প্রণীত বিধান ব্যতীত কোনো আমানত (Deposit) গ্রহণ করিবে না; অথবা

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব

(খ) সরকারের পূর্বানুমতি ব্যতীত, সীমিত দায়সম্পন্ন (limited liability) কোনো কোম্পানির শেয়ার বা পুঁজি (Stock) সরাসরি ক্রয় করিবে না।

৩২। আয়কর পরিশোধ।- (১) আয়কর অধ্যাদেশ, ১৯৮৪ (১৯৮৪ সনের ৩৬ নং অধ্যাদেশ) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আইনে কোম্পানি অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কর্পোরেশন একটি কোম্পানি বলিয়া গণ্য হইবে এবং আয়, মুনাফা বা অর্জনের উপর যথারীতি আয়কর প্রদানের জন্য দায়ী থাকিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, ধারা ৬ বা ধারা ২৪ এর উপ-ধারা (২) অনুসারে জামানতের বিপরীতে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত অর্থ কর্পোরেশনের আয়, মুনাফা বা অর্জন হিসাবে গণ্য হইবে না এবং এইরূপ আয়, মুনাফা বা অর্জন হইতে কর্পোরেশন কর্তৃক বন্ড বা ডিবেঞ্চার এর উপর প্রদত্ত সুদ ব্যয় হিসাবে বিবেচিত হইবে না।

(২) কোম্পানি আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন) এর ধারা ১১৬ এ উল্লিখিত কোনো কিছুই কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে না।

৩৩। হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষা।-(১) কর্পোরেশন যথাযথভাবে উহার হিসাব সংরক্ষণ করিবে এবং হিসাবের বার্ষিক বিবরণী প্রস্তুত করিবে।

(২) বাংলাদেশের মহা হিসাব-নিরীক্ষক ও নিয়ন্ত্রক, অতঃপর 'মহা হিসাব-নিরীক্ষক' নামে অভিহিত, প্রত্যেক বৎসর কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্পোরেশনের নিকট পেশ করিবেন।

(৩) কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষার উদ্দেশ্যে মহা হিসাব-নিরীক্ষক বা তাহার নিকট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি বা উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত 'Chartered Accountant' কর্পোরেশনের সকল রেকর্ড, দলিল-দস্তাবেজ, বার্ষিক ব্যালেন্স শীট, নগদ বা ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, জামানত, ভান্ডার এবং অন্যবিধ সম্পত্তি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং চেয়ারম্যান, পরিচালক, অথবা কর্পোরেশনের যেকোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীকে জিজ্ঞাসাবাদ করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত নিরীক্ষা ছাড়াও, Bangladesh Chartered Accountants Order, 1973 (P.O. No. 2 of 1973) এর Article 2(1) (b)এ সংজ্ঞায়িত ২ (দুই) জন 'Chartered Accountant' দ্বারা কর্পোরেশনের হিসাব নিরীক্ষা করা যাইবে এবং এতদুদ্দেশ্যে কর্পোরেশন এক বা একাধিক 'Chartered Accountant' নিয়োগ করিতে পারিবে এবং তাহাদের সম্মানী পরিচালনা পর্ষদের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্পোরেশন প্রদান করিবে।

(৫) এই ধারার অন্যান্য বিধানে যাহা কিছুই থাকুক না কেন সরকার, বিশেষ পরিস্থিতিতে, দেশীয় কিংবা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা ফার্ম দ্বারা কর্পোরেশন কিংবা উহার অধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষা কার্যক্রম সম্পন্ন করাইতে পারিবে।

(৬) উপ-ধারা (৪) এর অধীন নিয়োগকৃত 'Chartered Accountant' বা উপ-ধারা (৫) এর অধীন নিয়োগকৃত দেশীয় বা আন্তর্জাতিক নিরীক্ষা ফার্ম, কর্পোরেশন কিংবা উহার অধীন সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিরীক্ষা সম্পন্ন করিয়া নিরীক্ষা প্রতিবেদনের একটি করিয়া অনুলিপি সরকার ও কর্পোরেশন এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সহযোগী প্রতিষ্ঠানসমূহের নিকট পেশ করিবে।

পঞ্চম অধ্যায়

অপরাধ ও দন্ড, ইত্যাদি

৩৪। মিথ্যা তথ্য প্রদানের দন্ড।- কোনো ব্যক্তি, এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত কোনো বিধিমালা বা কোনো নীতিমালার বিধান অনুযায়ী কর্পোরেশন হইতে ঋণ বা অন্য কোনো সুবিধা প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে, ইচ্ছাকৃতভাবে মিথ্যা তথ্য প্রদান করিলে বা জ্ঞাতসারে মিথ্যা বিবরণী ব্যবহার করিলে বা কর্পোরেশনকে যে কোনো প্রকারে মিথ্যা প্রতিবেদন গ্রহণ করিবার জন্য প্রবৃত্ত করিলে, তাহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি ২ (দুই) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৫। সীমানা প্রাচীর, ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত বা অপসারণের দন্ড।- যদি কোনো ব্যক্তি বৈধ কর্তৃত্ব ব্যতিরেকে-

(ক) কর্পোরেশনের কোনো ভূমি বা স্থাপনা রক্ষার্থে নির্মিত কোনো সীমানা প্রাচীর বা বেড়া ক্ষতিগ্রস্ত বা অপসারণ করেন, অথবা

১. এ, এফ, এম আমীর হোসেন

(খ) কর্পোরেশনের দালান, দেওয়াল বা অন্য কোনো বস্তুর ভার রক্ষার্থে ঠেস দেওয়ার জন্য স্থাপিত কোনো খুঁটি ক্ষতিগ্রস্ত বা অপসারণ করেন, অথবা

(গ) কোনো কার্যসম্পাদনের প্রয়োজনে কর্পোরেশন কর্তৃক খননকৃত বা ভাঙ্গিয়া ফেলা কোনো সড়ক বা ভূমিতে স্থাপিত কোনো বাতি নিভাইয়া ফেলেন, অথবা

(ঘ) কর্পোরেশনের আদেশ লঙ্ঘন করিয়া, যাতায়াতের পথ বন্ধকরণ সংক্রান্ত, কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত কোনো খিল, চেইন বা খুঁটি অপসারণ করেন, অথবা

(ঙ) কর্পোরেশন কর্তৃক নির্মিত কোনো অবকাঠামো ব্যবস্থাপনা এবং কর্পোরেশনের ভূমি বা অন্যকোনো সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত করেন,

তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৬। **ঠিকাদারকে বাধা প্রদান বা চিহ্ন অপসারণ।**- যদি কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন-

(ক) নির্দিষ্ট কোনো কাজ সম্পাদন বা বাস্তবায়নের জন্য কর্পোরেশন যে ব্যক্তির সহিত চুক্তি বা অঙ্গীকারনামা সম্পাদন করিয়াছে, সেই ব্যক্তির প্রতি প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেন বা তাহাকে নিপীড়ন করেন, অথবা

(খ) অনুমোদিত কোনো চিহ্ন সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় কোনো লেভেল বা দিকনির্দেশ করিবার লক্ষ্যে কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত কোনো চিহ্ন অপসারণ করেন,-

তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১০ (দশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৭। **অননুমোদিত ভূমি দখল, স্থাপনা নির্মাণ, ইত্যাদি।**- কর্পোরেশনের লিখিত অনুমোদন ব্যতিরেকে কোনো ব্যক্তি যদি-

(ক) কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা কর্পোরেশনের দখলে রহিয়াছে এইরূপ কোনো ভূমি দখল, অথবা

(খ) ভূমির উপর কোনো ভবন বা স্থাপনা নির্মাণ করেন বা নির্মাণের উদ্যোগ গ্রহণ করেন, অথবা

(গ) উক্ত ভূমির উপর দন্ডায়মান বৃক্ষরাজি কর্তন করেন বা অন্য কোনোভাবে বিনষ্ট করেন, অথবা

(ঘ) উক্ত ভূমি অন্য কোনোভাবে জবর দখল করেন, অথবা

(ঙ) উক্ত ভূমিতে কোনো খনন কাজ করেন বা পানির নালা নির্মাণ করেন,

তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত ব্যক্তি ৬ (ছয়) মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা ১ (এক) লক্ষ টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয়দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

৩৮। **জবর দখল বা অনুপ্রবেশের ক্ষেত্রে কর্পোরেশনের ক্ষমতা।**- কার্যক্রম, কর্মসূচি বা প্রকল্পের অন্তর্ভূক্ত কোনো ভূমি বা কর্পোরেশনের মালিকানাধীন বা কর্পোরেশনের নিকট ন্যস্ত কোনো ভূমির মালিকানা বা অধিকার ভোগ করেন না এমন কোনো ব্যক্তি উক্ত ভূমির দখল গ্রহণ করিয়াছেন বা দখল গ্রহণের চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া চেয়ারম্যান নিশ্চিত হইলে, তিনি বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি তাৎক্ষণিকভাবে প্রয়োজনীয় শক্তি প্রয়োগ করিয়া উক্ত ভূমিতে পুনঃপ্রবেশ করিতে পারিবেন এবং কর্পোরেশনের পক্ষে উক্ত ভূমি পুনর্দখল করিতে এবং কোনো প্রকার ক্ষতিপূরণ প্রদান ব্যতিরেকে, উক্ত ভূমির সকল ভবন ও স্থাপনার দখল গ্রহণ করিতে পারিবে।

৩৯। **অপরাধের পরিপ্রেক্ষিতে কর্পোরেশনের অতিরিক্ত ক্ষমতা।**- ধারা ৩৭ এর অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘঠিত হইয়াছে মর্মে নিশ্চিত হইলে, কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট অপরাধীর বিরুদ্ধে উক্ত ধারার অধীন ব্যবস্থা গ্রহণের পরিবর্তে অথবা উক্ত ধারার অধীন সংশ্লিষ্ট অপরাধী দন্ড প্রাপ্ত হইবার পর-

(ক) ধারা ৩৭ এর দফা (ক) এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে, এই আইনের বিধান লঙ্ঘনক্রমে যে স্থাপনা নির্মাণ বা নির্মাণাধীন রহিয়াছে উহা বাজেয়াপ্ত করিতে পারিবে অথবা কর্পোরেশনের স্থাপনা বা ভূমির ক্ষতি সাধন করা হইলে, সংশ্লিষ্ট অপরাধীর নিকট হইতে নিরূপিত ক্ষতির ক্ষতিপূরণ বাবদ জরিমানা আদায় করিতে পারিবে।

(খ) ধারা ৩৭ এর দফা (খ), (ঘ), বা (ঙ) এর অধীন সংঘটিত কোনো অপরাধের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ভবন বা স্থাপনা ধ্বংস করিতে পারিবে অথবা জবর দখল অপসারণ করিতে পারিবে অথবা খননকৃত ভূমি বা পানির নালা ভরাট করিতে পারিবে এবং দায়ী ব্যক্তির নিকট হইতে সংশ্লিষ্ট কাজে ব্যয়িত অর্থ আদায় করিতে পারিবে।

এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব

৪০। **কর্পোরেশনের সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইবার জন্য ক্ষতিপূরণ** ।- (১) কোনো ব্যক্তি এই আইনের অধীন কোনো কাজ করিবার বা না করিবার কারণে কর্পোরেশনের কোন সম্পত্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইলে আদালত, দণ্ড প্রদানের পাশাপাশি, কর্পোরেশনের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে, কর্পোরেশনকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দন্ডিত ব্যক্তিকে আদেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত ক্ষতিপূরণের অর্থ দন্ডিত ব্যক্তি কর্তৃক স্বেচ্ছায় প্রদত্ত না হইলে, উক্ত অর্থ আদালত কর্তৃক পরোয়ানার মাধ্যমে এমনভাবে আদায় করা যাইবে যেন সংশ্লিষ্ট আদালত কর্তৃক দন্ডিত ব্যক্তির নিকট হইতে অর্থদণ্ড হিসাবে আদায় করা হইতেছে।

৪১। **শিল্প প্লটের অবৈধ হস্তান্তর, ইত্যাদি**।-(১) যদি কোনো শিল্প প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা কোনো শিল্প প্লট বা উহার অংশ বিশেষ অবৈধভাবে হস্তান্তর বা ভাড়া প্রদান করেন বা শিল্প কারখানা ব্যতীত অন্য কোনো কাজে ব্যবহার করেন তাহা হইলে উহা হইবে একটি অপরাধ এবং তজ্জন্য উক্ত বরাদ্দ গ্রহীতা ১ (এক) বৎসর পর্যন্ত কারাদন্ড বা ৫০ (পঞ্চাশ) হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দন্ডে দন্ডনীয় হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) অনুযায়ী কোনো শিল্প প্লটের বরাদ্দ গ্রহীতা দন্ডিত হইলে কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট প্লটের সম্পূর্ণ বা অংশ বিশেষ নিজ দখলে লইতে পারিবে এবং উহা পুনঃবরাদ্দ প্রদান করিতে পারিবে।

৪২। **ফৌজদারি কার্যবিধির প্রয়োগ**।-এই আইনের বিধানাবলি সাপেক্ষে, এই আইনে বর্ণিত যে-কোনো অপরাধের তদন্ত, অভিযোগ দায়ের, বিচার, আপিলসহ সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে Code of Criminal Procedure, 1898 (Act V of 1898) প্রযোজ্য হইবে।

৪৩। **মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ এর প্রয়োগ**।-আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, মোবাইল কোর্ট আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৯ নং আইন) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, এই আইনের অধীন সংঘটিত অপরাধের ক্ষেত্রে, মোবাইল কোর্ট দন্ড আরোপ করিতে পারিবে।

৪৪। **অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ**।- চেয়ারম্যান বা তৎকর্তৃক ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোনো কর্মকর্তা-কর্মচারীর লিখিত অভিযোগ ব্যতীত কোনো আদালত এই আইনের অধীন কৃত কোনো অপরাধ বিচারার্থে গ্রহণ করিবে না।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সম্পূরক বিধানাবলি

৪৫। **বার্ষিক প্রতিবেদন**।- (১) কর্পোরেশন প্রতি বৎসর তদকর্তৃক সম্পাদিত কার্যাবলির বিবরণ সংবলিত একটি বার্ষিক প্রতিবেদন পরবর্তী বৎসরের ৩১ জানুয়ারির মধ্যে সরকারের নিকট পেশ করিবে।

(২) কর্পোরেশন (Corporation), নির্ধারিত ফর্মে, সম্পত্তি ও দায় সংশ্লিষ্ট বিবরণী অংশীদারগণের নিকট সরবরাহ করিবে।

(৩) সরকার প্রয়োজনবোধে, যে কোন সময়, কর্পোরেশনের নিকট হইতে উহার যে কোনো বিষয়ের উপর প্রতিবেদন, বিবরণী বা রিটার্ণ আহবান করিতে পারিবে এবং কর্পোরেশন উহা সরকারের নিকট সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

৪৬। **নোটিশ অগ্রাহ্যে কর্পোরেশনের ক্ষমতা**।-কর্পোরেশন, এই আইনের অধীন কোনো ব্যক্তিকে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কোন কার্য সম্পাদন করিতে অথবা কোনো কাজ করা হইতে বিরত থাকিবার জন্য নোটিশ প্রদান করিলে এবং উক্ত ব্যক্তি নোটিশ অনুযায়ী উক্ত কাজ করিতে বা করা হইতে বিরত থাকিতে ব্যর্থ হইলে, কর্পোরেশন উক্তরূপ কাজের বাস্তবায়ন, ব্যবস্থা গ্রহণ বা সম্পাদন করিতে পারিবে এবং উহাতে ব্যয়িত সকল অর্থ উক্ত ব্যক্তির নিকট হইতে আদায় করিতে পারিবে।

৪৭। **কর্পোরেশনের বিশেষ অধিকার**।- কর্পোরেশনের নিম্নোক্ত বিশেষ অধিকারসমূহ থাকিবে, যথা-

(ক) শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর কোনো কোম্পানি, শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের নিকট কর্পোরেশনের কোনো পাওনা অপরিশোধিত থাকিলে, উক্ত কোম্পানি বা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালনা বা পরিচালক পর্ষদ চুক্তি অনুযায়ী তাহার বা তাহাদের ব্যক্তিগত সম্পদ হইতে উক্তরূপ দেনা

এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব

পরিশোধের জন্য দায়ী হইবেন এবং উক্তরূপ দেনা পরিশোধে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে কর্পোরেশন উহার পাওনা আদায়ের জন্য উক্ত কোম্পানি বা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মালিক, পরিচালক বা পরিচালনা পর্ষদের বিরুদ্ধে কার্য ধারা গ্রহণ করিতে পারিবে;

(খ) কোনো শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর কোনো কোম্পানি বা শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কোনো শ্রমিক, কর্মচারী, নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্মচারী যদি এমন কোনো কার্যের সহিত জড়িত থাকে বা এমন কোনো কার্যে প্ররোচনা প্রদান করে, যাহার ফলে কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানে কোনো শ্রমিক অসন্তোষ, ধর্মঘট বা লক আউট এর উদ্ভব হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্তরূপ শিল্প প্রতিষ্ঠানকে উহার সংশ্লিষ্ট শ্রমিক, কর্মচারী, নির্বাহী বা ব্যবস্থাপনা কর্মচারীকে বরখাস্ত করাসহ নির্ধারিত সময়ের জন্য উক্ত শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম বন্ধ রাখিবার জন্য নির্দেশ দিতে পারিবে এবং তজ্জন্য কর্পোরেশন কোনো ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী হইবে না; এবং

(গ) যদি শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীতে অবস্থিত কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের বকেয়া পাওনা, অন্যান্য পাওনা এবং দায়-দেনা পরিশোধ করিতে ব্যর্থ হয়, তাহা হইলে কর্পোরেশন এককভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানের মেশিনপত্র, যন্ত্রপাতি, কাঁচামাল অথবা অন্য কোনো পণ্য অপসারণক্রমে উহা, গণপূর্ত অধিদপ্তরের নির্ধারিত হারে মূল্যায়ন পূর্বক, অন্য কোনো শিল্প বা বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানকে বরাদ্দ প্রদান করিয়া বা বিক্রয় করিয়া উক্ত বকেয়া আদায় করিতে পারিবে।

৪৮। **আমদানি স্বত্ব নির্ধারণ।**-(১) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানের যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও মোড়ক উপকরণ আমদানির জন্য আমদানি স্বত্বের প্রয়োজন হইলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশনের নিকট বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি ও ফর্মে আবেদন করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন প্রাপ্ত আবেদন বিবেচনার পর কর্পোরেশন যে আমদানি স্বত্ব নির্ধারণ করিবে সেই স্বত্ব অনুযায়ী যাহাতে উক্ত যন্ত্রপাতি, যন্ত্রাংশ, কাঁচামাল ও মোড়ক উপকরণ আমদানি করা যায় তজ্জন্য কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় ছাড়পত্র প্রদান করিবে।

৪৯। **রয়্যালটি ও ফি।**- অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক বিদেশি কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে কোনো রয়্যালটি বা কারিগরি জ্ঞান বা কারিগরি সহায়তা ফি, ফ্র্যানচাইজ (Franchise) ফি প্রদেয় হইলে সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠানকে, কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, উক্ত রয়্যালটি বা ফি নির্ধারণের জন্য কর্পোরেশনের নিকট আবেদন করিতে হইবে এবং কর্পোরেশন কর্তৃক নির্ধারিত রয়্যালটি বা ফি সংশ্লিষ্ট শিল্প প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় হইবে।

৫০। **শিল্পের নিবন্ধন, ইত্যাদি।**-(১) কর্পোরেশন কর্তৃক স্থাপিত বা অনুমতিপ্রাপ্ত শিল্পপার্ক বা শিল্প নগরীতে অবস্থিত সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানকে কর্পোরেশনের অধীনে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন কর্পোরেশনের শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর বাহিরে কোনো ব্যক্তি যিনি কুটির, অতিক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি এবং কারু ও হস্তশিল্প স্থাপন করিয়াছেন অথবা অনুরূপ শিল্প স্থাপনের পরিকল্পনা করিয়াছেন তিনি, প্রবিধানমালা দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে, কর্পোরেশনের নিকট হইতে নিবন্ধন গ্রহণ করিবেন।

(৩) যদি কর্পোরেশন এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, শিল্পটি যে উদ্দেশ্যে নিবন্ধিত হইয়াছে উহার সেই অস্তিত্ব নাই অথবা ক্ষেত্রমতো, নিবন্ধন প্রদানের তারিখ হইতে এক বৎসরের মধ্যে শিল্পটি স্থাপন করা হয় নাই, তাহা হইলে কর্পোরেশন উক্ত শিল্পের নিবন্ধন বাতিল করিতে পারিবে।

(৪) কর্পোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, নিম্নবর্ণিত সকল অথবা যে কোনো বিষয়ে সিদ্ধান্ত প্রদান করিবে, যথা:-

(ক) প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের চাহিদা;

(খ) যন্ত্রপাতি, খুচরা যন্ত্রাংশ, উপকরণ এবং কাঁচামালের আমদানি সংক্রান্ত প্রাধিকার;

(গ) সাপ্লাইয়ারস ক্রেডিটের শর্তাবলি;

(ঘ) রয়্যালটির শর্ত, কারিগরি জ্ঞান ও কারিগরি ব্যবহারিক জ্ঞান ও কারিগরি সহায়তা ফি;

(ঙ) বিদেশি কর্মচারী নিয়োগ; এবং

(চ) কর্পোরেশনের ভূসম্পত্তি (Estate) বরাদ্দকরণ।

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

(৫) কর্পোরেশন, এই ধারার অধীন নিবন্ধিত শিল্পের আবেদনের ভিত্তিতে, কর্পোরেশন এবং সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ বা সংস্থার সহিত সম্পাদিত চুক্তিতে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে, বিদ্যুৎ, পানি, গ্যাস, পয়ঃনিষ্কাশন, টেলিফোন ও অন্যান্য সুবিধা প্রদানে সচেষ্ট থাকিবে।

(৬) এই ধারার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, প্রবিধান প্রণীত না হওয়া পর্যন্ত কর্পোরেশন প্রয়োজনীয় আদেশ জারি করিতে পারিবে।

৫১। শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী ডেভেলপার নিয়োগ।-(১) এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন নির্ধারিত পদ্ধতিতে শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে।

(২) অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, সরকার, বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে বাংলাদেশ সরকার ও অন্য কোনো দেশের সরকারের মধ্যে অংশীদারিত্ব বা উদ্যোগে অথবা এক বা একাধিক সরকারি সংস্থা বা কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতায় বা অংশীদারিত্বে শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ডেভেলপার নিয়োগ করিতে পারিবে।

৫২। ওয়ান স্টপ সার্ভিস।- (১) অনুমোদিত শিল্প প্রতিষ্ঠানসমূহের চাহিদা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত সেবা প্রদান দ্রুত নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে কর্পোরেশনের একটি ওয়ান স্টপ সার্ভিস কেন্দ্র থাকিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি নামে একটি কমিটি গঠন করিবে।

(৩) ওয়ান স্টপ সার্ভিস নিশ্চিতকরণ কমিটি প্রয়োজন অনুসারে তাৎক্ষণিকভাবে সেবা প্রদান নিশ্চিত করিবে।

৫৩। কতিপয় ক্ষেত্রে অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিলকরণ।- (১) কর্পোরেশন যে-কোনো সময়, শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী ডেভেলপারকে প্রদত্ত অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে, যদি শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী ডেভেলপার-

(ক) এই আইন বা বিধিতে বর্ণিতমতে তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও কার্যাবলি সম্পাদনে অসমর্থ হন; বা

(খ) এই আইনের অধীন পর্ষদ কর্তৃক প্রদত্ত নির্দেশনা সঠিকভাবে প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন; বা

(গ) অনুমতিপত্রের শর্তাবলি ভঙ্গ করেন; বা

(ঘ) অনুমতিপত্রে আরোপিত তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব ও বাধ্যবাধকতা আর্থিক কারণে দক্ষতার সহিত প্রতিপালন করিতে ব্যর্থ হন।

(২) উপ-ধারা (১) এর অধীন শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী স্থাপনের জন্য শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী ডেভেলপারকে প্রদত্ত অনুমতিপত্র স্থগিত বা বাতিলকরণ পদ্ধতি বিধি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৫৪। গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তি সম্পাদন।-(১) শিল্পে নিয়োজিত জনবলকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করিবার লক্ষ্যে বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে কর্পোরেশন, এতৎসংক্রান্ত গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং সংশ্লিষ্ট কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি, বৃহৎ এবং হস্ত ও কারুশিল্পের সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

(২) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত দক্ষ মানবসম্পদ তৈরির লক্ষ্যে বা প্রযুক্তি হস্তান্তরের লক্ষ্যে বিদেশী কোনো বিশ্ববিদ্যালয় বা গবেষণা, প্রশিক্ষণ বা কারিগরি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা অনুরূপ কোনো সংস্থার সহিত চুক্তি সম্পাদন করিতে পারিবে।

৫৫। আর্থিক প্রণোদনা ও সহায়তা প্রদান।- (১) সরকার, Bangladesh Export Processing Zones Authority Act, 1980 (Act No. XXXVI of 1980), বাংলাদেশ বেসরকারি রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ অঞ্চল আইন, ১৯৯৬ (১৯৯৬ সনের ২০ নং আইন) এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক অঞ্চল আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ৪২ নং আইন) এ প্রদত্ত একই ধরনের আর্থিক বিশেষ প্রণোদনা ও সুবিধাদি কর্পোরেশনের শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীতে স্থাপিত শিল্প ইউনিটসমূহের জন্য প্রদান করিবে।

(২) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কর্পোরেশনের শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর বাহিরের রপ্তানিকারকদের জন্য বিশেষ প্রণোদনার ব্যবস্থা গ্রহণ কারিতে পারিবে।

(৩) সরকার, রুগ্নশিল্পকে পুনরুজ্জীবিত করিবার জন্য, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, আর্থিক প্রণোদনাসহ প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করিতে পারিবে।

এ. এফ. এম আমীর হোসেন
উপসচিব

৫৬। **শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর মধ্যে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার অনুমতি প্রদান।**- বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন সাপেক্ষে, কর্পোরেশন কোনো শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীতে ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কোনো ব্যাংককে অনুমতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫৭। **শুল্কাধীন পণ্যাগার (Bonded warehouse) সুবিধাদি।**- কর্পোরেশন, জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের সম্মতিক্রমে, নিম্নবর্ণিত বিষয়ে বন্ডেড সুবিধাদি প্রদান করিতে পারিবে, যথা:

(ক) শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীতে আমদানিকৃত কাঁচামালসমূহ কোনো দ্রব্যের উপর কাস্টমস রিজার্ভ, বিক্রয় কর, অক্ট্রয় (Octroi) বা আবগারি শুল্ক বা আমদানি লাইসেন্স বা পারমিট ফি বা অন্য কোনো চার্জ; এবং

(খ) শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরী হইতে রপ্তানিকৃত বা দেশে ব্যবহৃত কোনো দ্রব্যের শুল্ক বা অন্য কোনো চার্জ।

৫৮। **পণ্যাগার (Warehouse) স্থাপন।**- আপাতত বলবৎ অন্য কোনো আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কর্পোরেশন, প্রয়োজনবোধে, সরকারের পূর্বানুমোদন সাপেক্ষে, শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর প্রয়োজন বিবেচনায় Customs Act, 1969 (Act No. IV of 1969) যথাযথ অনুসরণপূর্বক বাংলাদেশের যে-কোনো পার্কে স্থাপিত শিল্পপার্ক বা শিল্প নগরীর কাঁচামাল, প্যাকেজিং সামগ্রী, আধা-প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদি ইত্যাদি আমদানির জন্য পাবলিক পণ্যাগার (Warehouse) স্থাপন, রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনার ব্যবস্থা করিতে পারিবে।

৫৯। **সহযোগী প্রতিষ্ঠান গঠন।**- (১) কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, শিল্পের কার্যক্রম বৃদ্ধিকল্পে সহযোগী প্রতিষ্ঠান হিসাবে কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি গঠন করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এ উল্লিখিত কোম্পানি, ট্রাস্ট, ফাউন্ডেশন ও সমবায় সমিতি এতদ্‌বিষয়ে বিদ্যমান আইন, বিধি ও নীতি দ্বারা গঠিত ও পরিচালিত হইবে।

(৩) কর্পোরেশন সহযোগী প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব তহবিল অথবা কোনো সহযোগী প্রতিষ্ঠান হইতে প্রাপ্ত অর্থ বিনিয়োগ এবং সহযোগী প্রতিষ্ঠান ধারণ ও হস্তান্তর করিতে পারিবে।

৬০। **কতিপয় আইনের প্রয়োগ হইতে অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।**- সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, কোনো শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর কোনো প্রতিষ্ঠানকে নিম্নবর্ণিত সকল বা যে-কোনো আইনের সকল বা যে-কোনো বিধান হইতে অব্যাহতি দিতে পারিবে, অথবা এই মর্মে নির্দেশ দিতে পারিবে যে, উক্ত সকল বা যে-কোনো আইনের বিধানাবলি, উক্ত প্রজ্ঞাপনে বিধৃত পরিবর্তন বা সংশোধন সাপেক্ষে, কোনো শিল্পপার্ক বা শিল্পনগরীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে, যথা-

(ক) Municipal Taxation Act, 1881 (Act no. XI of 1881);
(খ) Explosives Act, 1884 (Act No. IV of 1884);
(গ) Stamp Act, 1899 (Act No. II of 1899);
(ঘ) Boilers Act, 1923 (Act No. V of 1923);
(ঙ) Foreign Exchange Regulation Act, 1947 (Act No. VII of 1947);
(চ) Building Construction Act, 1952 (E. B. Act No. II of 1953);
(ছ) Land Development Tax Ordinance, 1976 (Ordinance No. XLII of 1976);
(জ) Income-tax Ordinance, 1984 (Ordinance No. XXXVI of 1984);
(ঝ) মূল্য সংযোজন কর আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ২২ নং আইন);
(ঞ) অগ্নি প্রতিরোধ ও নির্বাপণ আইন, ২০০৩ (২০০৩ সনের ৭ নং আইন);
(ট) বাংলাদেশ শ্রম আইন, ২০০৬ (২০০৬ সনের ৪২ নং আইন);
(ঠ) স্থানীয় সরকার (পৌরসভা) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৫৮ নং আইন);
(ড) স্থানীয় সরকার (সিটি কর্পোরেশন) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬০ নং আইন);
(ঢ) স্থানীয় সরকার (ইউনিয়ন পরিষদ) আইন, ২০০৯ (২০০৯ সনের ৬১ নং আইন);
(ণ) বিদ্যুৎ আইন, ২০১৮ ((২০১৮ সনের ৭ নং আইন);
(ত) সরকার কর্তৃক, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারিত অন্য কোনো আইন।

ড., এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব

৬১। কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি।- (১) কর্পোরেশন, আর্থিক সহায়তা লাভের উদ্দেশ্যে কর্পোরেশনের নিকট পেশকৃত কোনো প্রকল্পের উপর অথবা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক কমিটির নিকট মতামতের জন্য প্রেরিত অন্য কোনো বিষয়ে কারিগরি পরামর্শ প্রদানের জন্য বিশেষজ্ঞগণের সমন্বয়ে এক বা একাধিক কারিগরি উপদেষ্টা কমিটি গঠন করিতে পারিবে।

(২) কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির গঠন ও কর্মপরিধিসহ অন্যান্য বিষয় কর্পোরেশনের অফিস আদেশ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

(৩) কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির সভায় বিবেচ্য কোনো প্রকল্প বা বিষয়ের সহিত উক্ত কমিটির কোনো সদস্যের পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ স্বার্থ জড়িত থাকিলে, তিনি উহা লিখিতভাবে উক্ত কমিটির আহ্বায়ককে অবহিত করিবেন এবং উক্ত সভায় অংশগ্রহণ করা হইতে বিরত থাকিবেন।

(৪) আর্থিক সহায়তা লাভের জন্য আবেদনকারী কর্তৃক প্রদত্ত তথ্য অথবা কারিগরি উপদেষ্টা কমিটিকে অবহিত করা হইয়াছে এইরূপ কোনো তথ্য, অনুরূপ আবেদনকারীর লিখিত সম্মতি ব্যতিরেকে, উক্ত কমিটির কোনো সদস্য প্রকাশ করিতে বা ব্যবহার করিতে পারিবেন না।

(৫) যদি কারিগরি উপদেষ্টা কমিটির কোনো সদস্য উপ-ধারা (৪)-এর বিধান লঙ্ঘন করেন, তাহা হইলে উক্ত সদস্যের বিরুদ্ধে প্রবিধান দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

৬২। Act No. XVIII of 1891-এর প্রযোজ্যতা।- The Bankers' Book Evidence Act, 1891 (Act No. XVIII of 1891) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, উক্ত আইনে ব্যাংক অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে কর্পোরেশন একটি ব্যাংক বলিয়া গণ্য হইবে।

৬৩। সমিতি, সংঘ (Association) ইত্যাদি।- কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এবং হস্ত ও কারুশিল্প সংশ্লিষ্ট সমিতি, সংঘ (Association) ইত্যাদি গঠন করা যাইবে এবং এতৎসংক্রান্ত বিষয়াদি সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা নির্ধারণ করিবে।

৬৪। নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রদান।- কর্পোরেশন , শিল্প ক্ষেত্রে নারী উদ্যোক্তা সৃষ্টি ও সুরক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৬৫। কর্মীদের কল্যাণ।- সরকার, কুটির, অতি ক্ষুদ্র, ক্ষুদ্র, মাঝারি ও বৃহৎ এবং হস্ত ও কারু শিল্পের সহিত জড়িত কর্মীদের কল্যাণার্থে শ্রমবান্ধব ও নারীবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টিসহ প্রয়োজনীয় যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করিতে পারিবে এবং এতদসংক্রান্ত বিষয়াদি বিধিদ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৬৬। জেলা ও উপজেলা শিল্প উন্নয়ন কমিটি।- (১) সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, প্রত্যেক জেলা ও উপজেলায় একটি করিয়া জেলা ও উপজেলা শিল্প উন্নয়ন কমিটি গঠন করিবে।

(২) সংশ্লিষ্ট জেলার জেলা প্রশাসক ও উপজেলার উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা শিল্প উন্নয়ন কমিটির সভাপতি হইবেন।

(৩) সংশ্লিষ্ট জেলা ও উপজেলার দায়িত্বে নিয়োজিত কর্পোরেশনের প্রধান কর্মকর্তা যথাক্রমে জেলা ও উপজেলা শিল্প-উন্নয়ন কমিটির সদস্য-সচিব হইবেন।

(৪) কমিটির অন্যান্য সদস্য এবং কমিটির দায়িত্ব ও কার্য পরিধি সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, নির্ধারণ করিবে।

সপ্তম অধ্যায়
বিবিধ

৬৭। বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।- এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

এ. এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়

৬৮। **প্রবিধান প্রণয়নে ক্ষমতা।**-এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, কর্পোরেশন, সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইন বা বিধির সহিত অসংগতিপূর্ণ নহে, এইরূপ প্রবিধান প্রণয়ন করিতে পারিবে।

৬৯। **ক্ষমতা অর্পণ।**-কর্পোরেশন, এই আইনের অধীন দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণী বিষয়সমূহ ব্যতীত, অন্যান্য বিষয়ে উহার আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করিতে পারিবে।

৭০। **জনসেবক।**- কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান, পরিচালক, পরামর্শক, কর্মকর্তা বা কর্মচারী এই আইনের অধীন কার্য সম্পাদনকালে The Penal Code, 1860 (Act No. XLV of 1860) এর section 21 এ Public Servant অভিব্যক্তিটি যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে সেই অর্থে জনসেবক (Public Servant) বলিয়া গণ্য হইবেন।

৭১। **অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা।**- কর্পোরেশন, দেশব্যাপী ক্ষুদ্র, অতি ক্ষুদ্র, কুটির ও মাঝারি এবং হস্ত ও কারুশিল্প স্থাপন এবং উদ্যোক্তা উন্নয়ন, দক্ষতা প্রশিক্ষণ এবং বিপণন কার্যক্রমে যে কোনো সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠান এবং স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের সহযোগিতা চাহিতে পারিবে এবং এইরূপ সহযোগিতা চাওয়া হইলে, উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ সহযোগিতা প্রদান করিবে।

৭২। **অস্পষ্টতা দূরীকরণ।**- এই আইনের বিধানাবলি কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোনো অস্পষ্টতা দেখা দিলে সরকার উক্তরূপ অস্পষ্টতা দূরীকরণার্থে, সরকারি গেজেটে প্রকাশিত আদেশ দ্বারা, প্রয়োজনীয় যে-কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

৭৩। **রহিতকরণ ও হেফাজত।**-(১) এই আইন কার্যকর হইবার সঙ্গে সঙ্গে The Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation Act, 1957 (E.P. Act XVII of 1957) রহিত হইবে।

(২) উপ-ধারা (১)-এর অধীন রহিত হওয়া সত্ত্বেও, উক্ত Act এর অধীন প্রতিষ্ঠিত Bangladesh Small and Cottage Industries Corporation এর-

(ক) সকল সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি, অধিকার, বাংলাদেশ ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প কর্পোরেশনের সম্পদ, ক্ষমতা, কর্তৃত্ব, সুবিধা, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, নগদ ও ব্যাংকে গচ্ছিত অর্থ, প্রকল্প এবং অন্য সকল প্রকার দাবি ও অধিকার হিসাবে গণ্য হইবে;

(খ) সকল ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত সকল চুক্তি যথাক্রমে কর্পোরেশনের ঋণ ও দায়-দায়িত্ব এবং উহার দ্বারা বা উহার পক্ষে বা উহার সহিত সম্পাদিত চুক্তি বলিয়া গণ্য হইবে;

(গ) বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত কোনো মামলা, গৃহীত কার্যধারা বা সূচিত যে-কোনো কার্যক্রম অনিষ্পন্ন থাকিলে উহা এমনভাবে নিষ্পন্ন হইবে, যেন উহা এই আইনের অধীন কর্পোরেশনের বিরুদ্ধে বা তৎকর্তৃক দায়েরকৃত, গৃহীত বা সূচিত হইয়াছে;

(ঘ) সকল চুক্তি, দলিল, প্রতিজ্ঞাপত্র (Bond), সম্মতি, আমমোক্তারনামা ও বৈধ প্রতিনিধি অনুমোদন যাহাতে উক্ত কর্পোরেশন একটি পক্ষ ছিল, কর্পোরেশনের অনুকূলে বা বিরুদ্ধে এমনভাবে বলবৎ ও কার্যকর থাকিবে, যেন উহাতে কর্পোরেশন একটি পক্ষ ছিল এবং কর্পোরেশনের অনুকূলেই উহা ইস্যু করা হইয়াছিল;

(ঙ) যে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বিধিমালা, প্রবিধানমালা, আদেশ, নির্দেশ, নীতিমালা বা নিদর্শনপত্র, এই আইনের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন নূতনভাবে প্রণীত বা জারি না হওয়া পর্যন্ত বা ক্ষেত্রমতো, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, প্রয়োজনীয় অভিযোজনসহ, পূর্বের ন্যায় এমনভাবে চলমান, অব্যাহত ও কার্যকর থাকিবে, যেন উহা এই আইনের অধীন প্রণীত হইয়াছে;

(চ) বিদ্যমান পর্ষদ , কমিটি, কারিগরি কমিটি অথবা অন্যান্য কমিটি বা উপ-কমিটি, যদি থাকে, উহার কার্যক্রম, বিদ্যমান মেয়াদ অবসানের পূর্বে বিলুপ্ত করা না হইলে, এমনভাবে অব্যাহত থাকিবে, যেন উক্ত পর্ষদ , কমিটি বা কারিগরি কমিটি বা উপ-কমিটি এই আইনের অধীন গঠিত হইয়াছে;

ড. এ, এফ, এম আমীর হোসেন
উপসচিব

(ছ) চেয়ারম্যান ও পরিচালকবৃন্দকে বিদ্যমান মেয়াদের পূর্বে অব্যাহতি প্রদান করা না হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান ও পরিচালক হিসাবে স্ব স্ব পদে এমনভাবে বহাল থাকিবেন, যেন তাহারা এই আইনের অধীন নিযুক্ত হইয়াছেন;

(জ) অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত অধস্তন বা শাখা কার্যালয়ের, যে নামে ও স্থানেই প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হউক না কেন, এই আইনের অধীন কর্পোরেশনের অধস্তন শাখা কার্যালয় প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত বা ক্ষেত্রমতো, বিলুপ্ত না করা পর্যন্ত, এমনভাবে কার্যকর ও অব্যাহত থাকিবে, যেন উহারা এই আইনের অধীন প্রতিষ্ঠিত বা স্থাপিত হইয়াছে; এবং

(ঝ) কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ এই আইন প্রবর্তনের অব্যবহিত পূর্বে যে শর্তাধীনে চাকরিতে নিয়োজিত ছিলেন, এই আইনের বিধান-অনুযায়ী পরিবর্তিত না হওয়া পর্যন্ত, সেই একই শর্তে কর্পোরেশনের চাকরিতে নিয়োজিত থাকিবেন এবং পূর্বের নিয়মে বেতন, ভাতা ও অন্যান্য সুবিধা প্রাপ্ত হইবেন।

৭৪। **ইংরেজিতে অনূদিত পাঠ প্রকাশ**।- এই আইন প্রবর্তনের পর সরকার, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের ইংরেজিতে অনূদিত একটি পাঠ প্রকাশ করিবে, যাহা এই আইনের অনূদিত ইংরেজি পাঠ (Authentic English Text) নামে অভিহিত হইবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বাংলা পাঠ ও ইংরেজি পাঠের মধ্যে বিরোধের ক্ষেত্রে বাংলা পাঠই প্রাধান্য পাইবে।

এম আমীর হোসেন
উপসচিব
শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার